অস্ট্রেলিয়ান এ লিগে ব্রিসবেন রোরকে ১-০ গোলে হারাল নিউক্যাসেল জেটস।

মাঠে - ময়দানে

পর্তুগালে তাকা দে পর্তুগিজায় মোরেইরেন্সেকে ২-১ গোলে হারাল এফসি পোর্তো।

মুস্তাক আলিতে ঝাড়খণ্ড বধ বাংলার

রাঁচি, ১২ জানুয়ারি: মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টে সহজ জয় বাংলার। পূর্বাঞ্চলীয় জোনের ম্যাচে শক্তিশালী ঝাড়খণ্ডকে ৬ উইকেটে হারাল এ রাজ্যের ক্রিকেটাররা।

ম্যাচের প্রথমে ব্যাট করে ১৭৭/৯ রান বোর্ডে তোলে ঝাড়খণ্ড। মাত্র ৩৯ বলে ৭২ রান করে দলকে টানলেন ইশান্ত জাগ্গি। তিনি এবং ইশান কিশান (৪৯) ছাড়া অবশ্য ঝাড়খণ্ডের অন্য কেউ তেমন রান পাননি। দ্বিতীয় উইকেটে ১১৮ রান যোগ করে ঝাড়খণ্ডকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এই জুটি। কিন্তু সৌরভ তিওয়ারি (১১), কৌশল সিংদের (১১) ব্যর্থতার জেরে শেষদিকে তেমন রান করতে পারেনি ঝাড়খণ্ড। বাংলার হয়ে অশোক দিন্দা ও মনোজ তিওয়ারি দুটি করে উইকেট নেন। কণিষ্ক শেঠ, সায়ন ঘোষ ও বিবেক সিং নেন একটি করে উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪ বল বাকি থাকতেই ১৭৯/৪ রান করে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। দুই ওপেনার শ্রীবৎস গোস্বামী (৫৮) ও বিবেকের (৬৫) সৌজন্যে প্রথম উইকেটে ১৩০ রান তুলে ম্যাচ জেতা এক প্রকার নিশ্চিত করেছিল বাংলা। বাকি কাজটা করেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (২৬)। টানা দুই ম্যাচ জিতে আপাতত আট পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা।

কোচেদের নির্বাসনই সমস্যা দুই দলের

চেন্নাই, ১২ জানুয়ারি: শেষ দুটি ম্যাচ থেকে চার পয়েন্ট পেয়েছে এফসি পুণে সিটি। কিন্তু তাদের কোচ রানকো পোপোভিচ চার ম্যাচের জন্য নির্বাসিত। আরও সমস্যা তাদের, কারণ কোচের পাশাপাশি দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার মার্সেলিনিওকেও পাবে না পুণে, চতুর্থ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের গুরুত্বপূর্ণ খেলায়, শনিবার চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে।

ব্রাজিলীয় মার্সেলিনিও ৬ গোল করে এবার পুণে সিটির সর্বোচ্চ গোলদাতা। একটি হ্যাটট্রিকও করেছিলেন, সঙ্গে আবার চার অ্যাসিস্ট। কিন্তু চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না, আগের ম্যাচেই এই প্রতিযোগিতার চতুর্থ হলুদ কার্ডটি দেখে ফেলায়। এর আগে বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধেও খেলতে পারেননি, পুরোপুরি সুস্থ না থাকায়। বেঙ্গালুরু সেই দিন পুণেকে সহজেই হারিয়ে পুরো পয়েন্ট নিয়ে গিয়েছিল। 'মার্সেলিনিও আইএসএলেরই অন্যতম সেরা ফুটবলার। আমরা অবশ্যই ওর অনুপস্থিতি অনুভব করব। কিন্তু এটাও ঠিক যে দলের বহু ফুটবলার আছে যারা সত্যিই উঁচুদরের। একজন খেলতে না পারলেই যদি কোনও দল নিজেদের খেলা তুলে ধরতে না পারে তা হলে সেই দলটা কোনও দলই নয়। ওর গুরুত্ব কোনওভাবেই অস্বীকার করছি না, নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত ফুটবলার। কিন্তু আমাদের দলটাও বেশ ভালই' বলেছেন পুণে সিটির সহকারী কোচ ভাদিগা প্রভাকর, ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে।

৯ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পুণে সিটি এই মুহূর্তে আছে তৃতীয় স্থানে। চেন্নাইয়িন এফসি'র চেয়ে একধাপ নিচে, যাদের সংগ্রহে একটি পয়েন্ট বেশি আছে। গ্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার জন্য বেশ ভাল জায়গায় থাকলেও সহকারী কোচ এখন থেকেই ফুটবলারদের সতর্ক করে দিতে শুরু করেছেন বলে যে, এখনও বহু দূরের পথ যাওয়া বাকি। 'এখনও কোনও কিছুই অর্জিত নয়। প্রথম হতে পারি, চতুর্থ হতে পারি, সবার শেষেও থাকতেই পারি। কিছুই নিশ্চিত নয়। এখনই আসল সময়, যত বেশি পয়েন্ট তুলে নিতে হবে যাতে অন্তত প্রথম চারের কাছাকাছি থাকতে পারা যায়। আমাদের আসল লক্ষ্যই হল লিগ পর্যায়ের শেষে প্রথম চারে থাকা' বলেছেন তিনি। চেন্নাইয়িন এফসি এবারের চতুর্থ আইএসএলে অন্যতম সেরা দলগুলি একটি যারা লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে বেঙ্গালুরু এফসি'র পরেই। কিন্তু এই ম্যাচে তারাও পাবে না তাদের প্রধান কোচ জন গ্রেগরিকে, যিনি নির্বাসিত থাকছেন এই ম্যাচে, বিপক্ষের প্রধান কোচের মতোই। 'দুজনেই কোচ হিসাবে খুবই ভাল। এই দেশে এসে ফুটবলের উন্নতির উদ্দেশে কাজ করেছেন। দুজনকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাগআউটে দেখতে চাই' বলেছেন প্রভাকর। গ্রেগরির অনুপস্থিতিতে মাঠের খেলায় প্রভাব পড়া উচিত নয় চেন্নাইয়িনের কারণ, এই ম্যাচে তাদের অধিনায়ক এনরিকে সোরেনো ফিরে আসছেন, এক ম্যাচের নির্বাসন শেষে। 'আমরা জানি, পুণে আক্রমণে দড়। সবসময়ই বিপক্ষকে চাপে রাখে। তাই আমাদের বিরুদ্ধেও একই রকম খেললে এবং চাপ বাড়ালে আমাদের রাখনো। একটাই সুবিধা, আমাদের সেরা ফুটবলার ক্যাপ্টেন সোরেনো থাকছে সঙ্গে। ম্যাচটা উপভোগ্য হবে' বলেছেন সহকারী কোচসৈন সাবির পাশা।

শেষ দুটি ম্যাচের একেবারে শেষদিকে গোল খেয়েছে চেন্নাইয়িন এফসি, ঘরের মাঠে। দিল্লি ডায়নামোজের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হয়েছিল ২-২, কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ১-১। এই দুটি গোল খেয়ে লিগ তালিকায় খানিকটা হলেও পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। পাশা সেই কারণেই শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত ফুটবলারদের মনোসংযোগ ধরে রাখতে বলছেন। 'এভাবে গোল খাওয়াটা আমাদের সবাইকেই আঘাত দেয়, ফুটবলারদেরও তো বটেই। ওই শেষ দিকটায় আরও বেশি করে দল হিসাবে খেলতে হবে আমাদের। ফুটবলারদেরও বুঝতে হবে ব্যাপারটা, নিশ্চিত করতে হবে যে, সামনের ম্যাচগুলোয় যেন এমন আর না হয়' বলেছেন পাশা।

সেঞ্চুরিয়নে নামার আগে আশাবাদী ভারতীয় শিবির, দাবি বুমরাহর

সেঞ্চুরিয়ন, ১২ জানুয়ারি: 'মাত্র একটি ম্যাচ খারাপ খেলায় আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকতে পারে না। এমনটা হলে সেই দলের টেস্ট খেলার যোগ্যতা নেই।' বক্তা কেপ টাউনে টেস্ট অভিষেককারী যশপ্রীত বুমরাহর।

তিন ম্যাচের সিরিজে ০-১ পিছিয়ে থেকে শনিবার থেকে সুপারস্পোর্ট পার্কে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামছে টিম কোহলি। নিউল্যান্ডসে দারুণ শুরু করেও প্রথম টেস্টে হারে ভারত। ২০৮ রান তাড়া করতে নেমে ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সেঞ্চুরিয়ানে আগের ভুল শুধরে নামতে চায় বিরাটবাহিনী। কেপ টাউনে টেস্ট অভিষেকে চার উইকেট তুলে নেওয়া ভারতের ডানহাতি পেসার বুমরাহ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'মাত্র একটি ম্যাচে খারাপ খেলার পর আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকলে, তাহলে টেস্ট খেলাই উচিত নয়। আমাদের উচিত আগের ম্যাচের ভুলগুলো শুধরে সেঞ্চুরিয়নে নামা।' দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে কোনও দিন

টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। বিরাটের দলের কাছে এবার সিরিজ জয়ের আশা থাকলেও প্রথম টেস্ট হারের পর সেই সম্ভাবনাও দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। যদিও সিরিজ শুরুটা মন্দ হয়নি টিম কোহলির। নিউল্যান্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ২৮৫ রানে শেষ করে ভালই শুরু করেছিলেন কোহলির বোলাররা।

কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রোটিয়াদের রান টপকাতে পারেনি কোহলি অ্যান্ড কোং। প্রথম ইনিংসে ৭৭ রানে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ডুপ্লেসিস ও এবিডিদের ১৩০ রানে বেঁধে কোহলিদের সামনে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিলেন বোলাররা। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট দলের ব্যাটসম্যানরা।

আইজল ম্যাচের আগে চাপে নেই দাবি ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের

স্টাফ রিপোর্টার: জোর কদমে চলছে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন। সামনে ১৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার আইজল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলবে আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে। দল আইজল উড়ে যাবে ১৪ জানুয়ারি।

ঘরের মাঠে অভিযান ম্যাচে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে জয় পায়নি ইস্টবেঙ্গল। এমনকী আগের ম্যাচে লিগ টেবিলে সবার নীচে থাকা চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও জিততে পারেনি খালিদ জামিলের দল। তবে এসব নিয়ে এতটুকু চিন্তিত নন লাল-হলুদ কোচ খালিদ জামিল। বরং ডার্বি ম্যাচের আগে পাহাড়ের মাটিতে পুরনো দল আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়ে লিগ খেতাবের দৌড়ে মিনার্ভা এফসি'র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলার পাশাপাশি দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল কোচের। এক সাক্ষাৎকারে খালিদ বলেন, 'আগের ম্যাচে তিন পয়েন্ট পেতে আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে শুধু গোল করলেই হবে না, গোল হজম করার বদ অভ্যাসটাও বন্ধ করতে হবে। তিনটি ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হয়েছে আমাদের। আইজলের পরের ম্যাচ ডার্বি। প্রথম পর্বে মোহনবাগানের কাছে হারের জ্বালা মেটানোর জন্য আইজল ম্যাচে তিন পয়েন্টের ভাবনা খালিদের। ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার এডুয়ার্ডো বলেন, গোল আমরা করছি ঠিকই, কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারছি না। এর জন্য আমাদের ডিফেন্ডারদের আরও খাটতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে মাঠে নামতে হবে গোল হজম করা চলবে না। তার জন্য মাথা, শরীরের যে কোনও জায়গা দিয়ে বল আটকাতে তৈরি থাকতে হবে।

মোহনবাগানকে হারিয়ে আই লিগ টেবলে আপাতত শীর্ষে লুধিয়ানার মিনার্ভা এফসি। এটা কি আইজল এফসি ম্যাচের আগে চাপে রাখছে। এড়ু বলেন, একেবারেই নয়। মিনার্ভা কিংবা অন্য দল কি করল তা নিয়ে ভাবছি না। আমাদের এখন চ্যাম্পিয়ন হতে হলে সব ম্যাচ জিততে হবে। তাই বাকি নয়টি ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনাল। তবে এখন আমরা ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই। আপাতত আইজল ম্যাচই আমাদের পাখির চোখ। অধিনায়ক অর্ণব মণ্ডল বলেন, কত নম্বরে আমরা রয়েছি সেটা বড় কথা নয়। কারণ মিনার্ভার সঙ্গে দু'টি ম্যাচ খেলতে হবে এটাই সুবিধা। তবে বাকি সাতটি ম্যাচে জয়ই লক্ষ্য আমাদের। এখন থেকে ডার্বি নিয়ে নয়, আমরা ভাবছি সামনের আইজল এফসি ম্যাচ নিয়ে।

মেসির জোড়া গোলে জয়ী বার্সা

বার্সেলোনা, ১২ জানুয়ারি: লিওনেল মেসির জোনা গোলের দৌলতে কোপা ডেল রে'র কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বার্সেলোনা। সেল্টা ভিগোকে ৫-০ গোলে পরাস্ত করে বার্সা। মেসি ছাড়াও বাকি গোলগুলি করেছেন জর্ডি আলবা, লুই সুয়ারেজ এবং ইভান র‍্যাকিটিচ। গত লেগের ম্যাচে এই সেল্টা ভিগোর কাছেই ১-১ গোলে ড্র করেছিল বার্সেলোনা। ফলে দুই পর্ব মিলিয়ে ৬-১ গোলের ব্যবধানে জিতে সেমিতে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

মেসির হাত ধরে গোলের দরজা খোলে বার্সেলোনা। ম্যাচের ১৩ মিনিটে জর্ডি আলবার বাড়ানো বল সরাসরি গোলে ঢুকিয়ে দেন। প্রথম গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই ১৫ মিনিটে ফের গোল বার্সেলোনার। আবার সেই ফুটবল ম্যাজিশিয়ান মেসি। ২৮ মিনিটে দলকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন জর্ডি আলবা। এবার নিজে গোল না করলেও আলবাকে সাহায্য করেন মেসি। ৩১ মিনিটে চতুর্থ

গোলটি করেন সুয়ারেজ।

গোটা ম্যাচেই লাগাম বার্সেলোনার হাতে ছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে একটি মাত্র গোল দেয় মেসি ব্রিগেড। ম্যাচের ৮৭ মিনিটে ডেম্বেলের বাড়ানো বল ডেড দিয়ে বিপক্ষের জালে জড়িয়ে দেন র‍্যাকিটিচ। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, হাফটাইমেই ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকি ম্যাচটুকু শুধুমাত্র সময় কাটাল বার্সেলোনা।

ক্ষতিপূরণ দাবি ডিকার

স্টাফ রিপোর্টার: দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফলপ্রসূ। রিলিজ নিতে রাজি হয়েছেন আনসুমানা ক্রোমা। কিন্তু ডিপান্ডা ডিকার কী হল? তাকেও তো ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মোহনবাগান কর্তারা। আসলে জট পাকিয়েছে আর্থিক চুক্তি।

ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রিলিজ নিতে হয়েছেন ক্রোমা। ডিপান্ডা ডিকার অবশ্য বাগান কর্তাদের প্রস্তাবে সায় নেই। রিলিজের প্রস্তাবে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসেছেন ডিপান্ডা। এদিকে, ক্লাবের তহবিলে অর্থ নেই। ফলে তাকে নিয়ে ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা বাগান কর্তাদের। ডিপান্ডার পরিবর্তে যে বিদেশি স্ট্রাইকার নেওয়া হবে, তাঁর বাজেটের কথাও ভাবতে হচ্ছে কর্তাদের। ডিপান্ডাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ছাড়তে গেলে নতুন বিদেশির টাকা জোগাড় করতে সমস্যা হবে। তাছাড়া ডিপান্ডার পরিবর্তে কোনও স্ট্রাইকারকে পাওয়া যাচ্ছে, সেটাও দেখছেন কর্তারা।

গত বুধবার ডাফিকে নেওয়ার কথা ভাবলেও, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাফি বাগান কর্তাদের জানিয়েছেন, তিনি স্কটল্যান্ডের একটা ক্লাবের সঙ্গে সদ্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তাই ডিপান্ডার রিলিজের ব্যাপারে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বাগান কর্তারা।

সাইকেল চোর থেকে সুইডিশ কিংবদন্তি, ইব্রাহিমোভিচের না বলা গল্প

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ জানুয়ারি: ১৯৮১ সালের ৩ অক্টোবর সুইডেনের মালমোতে বসনিয়ান বাবা এবং ক্রোয়েশিয়ান মায়ের ঘরে জন্ম হয় জালটান ইব্রাহিমোভিচের। জালটানের বাবা এবং মায়ের সম্পর্ক খুব একটা ভাল ছিল না। ফলে দু'বছর বয়সেই বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদের সাক্ষী হতে হয় ইব্রাহিমোভিচকে। সুইডেনের ডিভোর্সের আইন অনুসারে জালটানের লালন-পালনের দায়িত্ব পান তাঁর মা। সেখান থেকেই কঠিন এক শৈশবের শুরু হয় তাঁর। 'আমার মায়ের সঙ্গে বসবাস করা আর পরিবারে নতুন একজন সৎবাবার আগমন দেখা আমার জন্য খুব কঠিন অভিজ্ঞতা ছিল।' নিজের আত্মজীবনী 'আই এম জালটান'এ এভাবেই নিজের শৈশবের কথা জানান এই সুইডিশ ফুটবলার।

বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ খুব ভালভাবে নিতে পারেননি ইব্রাহিমোভিচ। ফলে এক পর্যায়ে তাঁর শরীরের ওজন অস্বাভাবিক হারে কমে যায়। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ইব্রার বেশ সময় লাগে। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন যখন বাবার সম্পর্কে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ পান। মায়ের চেয়ে বাবাকেই বেশি পছন্দের ছিল ইব্রাহিমোভিচের। বাবার সঙ্গে বেশকিছু ঘটনার কথা বর্ণনা করেন ইব্রাহিমোভিচ। একবার ইব্রার বাবার হাতে খুব বেশি টাকা ছিল না। কিন্তু তিনি ইব্রার জন্য আইকিয়া থেকে একটি খাট কেনেন। খাট কিনলেও সেটি বাসায় নিয়ে যাওয়ার ভাড়া ছিল না তাদের। 'আমরা নিজেরাই খাটটি বহন করে বাসায় নিয়ে যাই। এটি খুবই চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল। আমি আমার মায়ে সঙ্গে সময় কাটিয়েছি কিন্তু সত্যিকারে সব করেছি আমার বাবার সঙ্গে। একবার আমার বাবা আমাকে তাঁর বেতনের সব টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে এটা আমি নিজের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি।'

স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পরেও সেফিক ইব্রাহিমোভিচের মানসিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। বলকান যুদ্ধে নিজের গ্রামে সার্বিয়ান সৈন্যদের আক্রমণের স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে

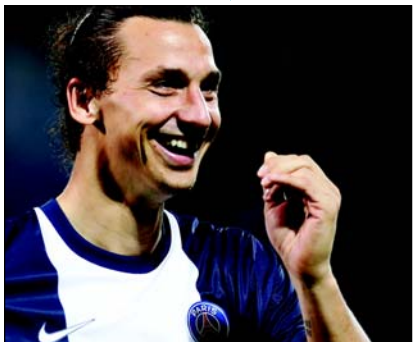

বেড়াচ্ছিল। বেশিরভাগ সময়ে মদেই ডুবে থাকতেন তিনি। ফলে ইব্রার শৈশব ছিল খুবই একা এবং মেজাজ থাকত রুক্ষ। জালটানের ভাষায়, 'আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল বাবার সঙ্গ না পাওয়া।'

বসনিয়ান কেয়ারটেকার এবং ক্রোয়েশিয়ান ক্লিনারের ছেলে হিসেবে জালটান ইব্রাহিমোভিচের জন্য বেড়ে ওঠা অনেক কঠিন ছিল। অল্প বয়সে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের খারাপ প্রভাবে ইব্রা একরোখা চরিত্রের মানুষ হিসেবেই বেড়ে ওঠেন। তাঁর মতে, 'কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করত না, আমার দিন কেমন ছিল।' ঘরে কারও সান্নিধ্য না পেলেও মালমোর অভিবাসী, যারা নিজেদের গ্যাংস্টার ধরনের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতিনিয়ত হতেন মিডিয়ার সংবাদ, তাদের মাঝেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন লম্বা নাকধারী এই যুবক। এই সময়টাতেই আত্মপরতা এবং মেজাজি স্বভাব সত্যিকার অর্থে ভর করে ইব্রাহিমোভিচের উপর। সেই সময় ইব্রা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সাইকেল এবং মিষ্টি চোর হিসেবে। একটি সাক্ষাৎকারে ইব্রাহিমোভিচ বলেন, 'আমাদের কিছু দরকার হলে আমাদের কাজ ছিল দোকানে যাওয়া আর চুরি করা বিশেষ করে সাইকেলের সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতা ছিল।' একবার তো এমনই হয়েছে যে, নিজের কোচের সাইকেল চুরি করে ফেলেছিলেন ভুল করে। পরে বুঝতে পেরে কিভাবে ফেরত দেবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ফেরত দিলে কোচ বুঝতে পারলেও তেমন কিছু বলেননি।

নিজের জন্মস্থান রোজেনগার্ডকে জালটান এখনও স্বর্গ বলেই মনে করেন। সাম্প্রতিক সময়ে জালটান জানান, নিজের পুরনো বাসস্থানকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি হোটেলগুলোর চেয়ে বেশি আপন মনে হয় তাঁর। যদিও জালটান ভোলেননি, রোজেনগার্ড ছিল খুবই ভয়ঙ্কর জায়গা। তিনি বলেন, 'ফুটবল আমাকে মুক্ত করেছে। একটা সময়ে রোজেনগার্ডে মদ এবং নেশা ছিল আমার জীবন। আমি খুশি যে আমি এগুলো থেকে দূরে থাকতে পেরেছি। সুতরাং যাদের বাবা নেই, যারা নিজেদেরকে ভিন্নভাবে অথবা যারা নিজেদেরকে দুর্ভাগ্যবান মনে করে তাদের প্রতি আমার উপদেশ থাকবে, নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, একদিন তুমি পারবে সফল হতে। সুযোগ সব সময়েই আছে, সবকিছুই তোমার উপর নির্ভর করে।'

৬ বছর বয়সে একজোড়া বুট পাওয়ার পর জালটান নিজের মায়ের ঘরের বাইরের মাঠে খেলা শুরু করেন। ছোট এবং নুড়ি পাথরে ভরা রুক্ষ মাঠে জালটান এবং বন্ধুরা বিভিন্ন স্কিল, টুকিস, স্পিন, ফ্লিক এবং শট অনুশীলন করতো। জায়গা কম থাকায় পায়ে এবং মাথায় দুই জায়গাতেই খুব দ্রুত হতে হত। জালটানের মতে, 'যখন আমরা রোজেনগার্ডে ফুটবল খেলতাম, ফুটবল মানেই ছিল অন্যের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল বের করা, ভিন্ন ভিন্ন স্কিল প্রদর্শন। প্রতিটি ট্রিকের পর দর্শকরা উল্লাস করত। কে সবচেয়ে কঠিন শট মারতে পারে, কে সবচেয়ে ভাল মুভ দেখাতে পারে সেগুলোই ছিল আসল। আমি এটি খুবই ভালবাসতাম।'

নিজের খরচ জোগাতে ১৫ বছর বয়সে ফুটবল খেলার পাশাপাশি মালমো ডকে কাজ শুরু করেন তিনি। এক পর্যায়ে ফুটবল খেলা ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু তাঁর কোচ বুঝিয়ে শুনিয়ে ফুটবল খেলায় মনোযোগ ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তারা। পেশাদার ফুটবলার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার চিন্তা করলে আরও একবার বাধার সম্মুখীন হন ইব্রা। ১৭ বছর বয়সে যোগ দেন নিজের শহরের সবচেয়ে বড় ক্লাব মালমোতে।

একই দলের আরেক খেলোয়াড়ের বাবা-মা আরও কয়েকজনের অভিভাবক সহ ইব্রাকে ক্লাব থেকে বহিষ্কারের জন্য ক্লাবের ম্যানেজমেন্ট বরাবর দরখাস্ত করেন। এর পেছনে কারণ ছিল, ইব্রা তাদের একমাত্র ছেলের মাথায় চুস মেরেছিল। ইব্রা বলেন, 'সেই খেলোয়াড় তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিল এবং সবাইকে অনুরোধ করেছিল, যাতে সবাই এটিতে স্বাক্ষর করে যাতে তারা আমাকে ক্লাব থেকে বের করে দেয়। আমি যদি আমাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমি কখনই এটি আবার করতাম না। কিন্তু তখন আমি ছিলাম একজন রাগি যুবক।' ১৮ বছর বয়সে ইব্রাহিমোভিচ বুঝতে পারেন, ফুটবলে তাঁর ভাল ভবিষ্যৎ আছে, একমাত্র ফুটবলই পারে তাঁকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করতে। ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগের দল মালমো ফুটবল ক্লাবের হয়ে তাঁর অভিষেক হয় পেশাদার ফুটবলে এবং পরের মরশুমেই মালমোকে তুলে নিয়ে আসেন সুইডেনের প্রথম বিভাগে। পরের বছরই ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার এই স্ট্রাইকার তৎকালীন সুইডিশ ট্রান্সফার রেকর্ডে পাড়ি জমান বিখ্যাত ডাচ ক্লাব আয়াক্স ফুটবল ক্লাবে। সেখানে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে লিগ জেতেন দু'বার। মাঠে সাফল্য এলেও মিডিয়াতে ততদিনে মেজাজি খেলোয়াড়ের তকমা পেয়ে যান তিনি। *(চলবে)*

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য সম্পাদক : আশিস্ লাহা